বাঙালী মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম ব্যাংক

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড
PUBALI BANK LIMITED

ঐতিহ্যের পথ বেয়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতি

www.pubalibangla.com

৫০ বছর পূর্তিতে বিশেষ ক্রোড়পত্র

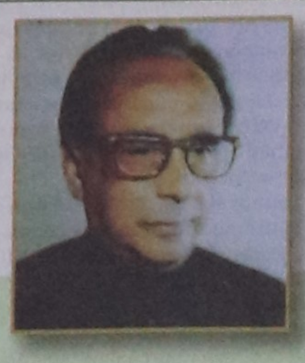

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬
১৯ মে ২০০৯

বাণী

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড এর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমি এই ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাংকসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পূবালী ব্যাংক অর্ধ-শতাব্দীকাল ধরে আমাদের অর্থনীতি বিনির্মাণে ভূমিকা রেখে আসছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। আমি আশা করি গ্রাহকদের আধুনিক ব্যাংকিং সেবা প্রদানের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকটি অধিকতর অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

আমি পূবালী ব্যাংক লিমিটেড-এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

Celebrating

50

Glorious Years

1959-2009

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬
১৯ মে ২০০৯

বাণী

পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের সুবর্ণ জয়ন্তীর এই শুভক্ষণে ব্যাংকের সকল সদস্যকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

বাঙালী জাতীয়তাবাদের আদর্শে লালিত এবং সম্পূর্ণ বাঙালী উদ্যোক্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক বর্তমানে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড দেশের অন্যতম বৃহৎ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ ব্যাংক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে।

শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারণ, রেমিটেন্স আহরণ, পল্লী উন্নয়ন এবং আর্ত মানবতার সেবাসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে ব্যাংকটি যে ভূমিকা পালন করে চলেছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। আমি আশা করি, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে এই ব্যাংকের ভূমিকা আগামীতে আরও বিস্তৃত ও জোরদার হবে।

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড আগামী বছরগুলোতে আরও সামনে এগিয়ে যাবে - এটাই আমার প্রত্যাশা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৭ মে ২০০৯

বাণী

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড-এর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমি এই ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মূলতঃ বাঙালী উদ্যোগে ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড। সেই ব্যাংক ১৯৭২ সালে পরিণত হয় সরকারি প্রতিষ্ঠান পূবালী ব্যাংকে। ১৯৮৩ সালে ব্যাংকটির বেসরকারীকরণ শুরু হয় এবং তখন থেকেই শুরু হয় ব্যাংকের নবজীবন। পূবালী ব্যাংক লিমিটেড সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দক্ষ ব্যাংকিং ব্যবস্থা একটি দেশের সচল অর্থনীতির অপরিহার্য পূর্বশর্ত। দক্ষ ব্যবস্থপনা ও দূরদর্শিতার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে সফল ব্যাংকিং ব্যবস্থা। এই প্রেক্ষিতে শিল্প, কৃষি ও সেবা খাতে অর্থায়ন, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা এবং বৈদেশিক রেমিটেন্স আহরণে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড যথাযথ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তবে ব্যাংকের সেবা এখন নানা নতুন খাতে প্রবাহিত হচ্ছে এবং নিশ্চয়ই পূবালী ব্যাংক সেদিকে সচেষ্ট। ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এ আনন্দঘন মুহূর্তে আমি আশা করি পূবালী ব্যাংক লিমিটেড ভবিষ্যতে আরও কর্মদক্ষতার পরিচয় দেবে।

আমি এ ব্যাংকের উত্তোরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

(আবুল মাল আবদুল মুহিত)

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৯৫৯ সালে সম্পূর্ণ বাঙালী উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাংলার ঐতিহ্যে লালিত ব্যক্তিখাতের সর্বাধিক সম্প্রসারিত এদেশের প্রথম ব্যাংক পূবালী ব্যাংক লিমিটেড তৎকালীন ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড।

ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড এর গোড়াপত্তন: দেশের উভয় অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বিকাশের অসম ধারা অব্যাহত থাকায় স্টেট ব্যাংক পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাংকিং সুবিধা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের তৎকালীন গভর্ণরের উৎসাহ ও সহযোগীতায় কিছু সংখ্যক বাঙালী ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও সমাজসেবী বন্দর নগরী চট্টগ্রামে ৫০ লক্ষ টাকা অনুমোদিত ও ২৫ লক্ষ টাকা ইস্যুকৃত মূলধন নিয়ে ১৯৫৯ সালে "দি ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড" নামে পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম তফসীল বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯ মে ১৯৫৯ সালে চট্টগ্রামের ২৮৯, টেরিবাজারে প্রস্তাবিত ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/রেজিস্টার্ড অফিস স্থাপন করা হয় এবং ১৯৫৯ সালের ২৪ আগস্ট চট্টগ্রামের টেরিবাজারে ব্যাংকের প্রথম শাখা খোলা হয়।

দি ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক রাষ্ট্রীয়করণ ও পূবালী ব্যাংক নামকরণ: ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এক আদেশ (President's Order No. 26) জারীর মাধ্যমে বাংলাদেশের স্থানীয় সকল তফসিলী ব্যাংককে রাষ্ট্রীয়করণ করে ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংককে নামকরণ করা হয় "পূবালী ব্যাংক"।

পূবালী ব্যাংক বিরাষ্ট্রীয়করণের সরকারী সিদ্ধান্ত: পূবালী ব্যাংক বিরাষ্ট্রীয়করণের সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৩ সালের জুন মাসে মধ্যবর্তীকালীন প্রক্রিয়া হিসাবে ব্যাংকটিকে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করা হয়। এরপর ব্যাংকের মালিকানা বে-সরকারী খাতে হস্তান্তর করে একটি বিক্রয় চুক্তি (Vendor's Agreement) সম্পাদন করে সরকার পূবালী ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন।

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড: ব্যাংক হস্তান্তরের জন্য গঠিত পরিচালনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে ১৯৮৫ সালের ২৪ জানুয়ারী পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ারহোল্ডারদের এক সাধারণ সভায় ব্যাংকের পরিচালনায় দায়িত্ব ভার গ্রহণের জন্য একটি নতুন পরিচালনা পরিষদ গঠিত হয়। নব নির্বাচিত পরিচালনা পরিষদের প্রথম সভা ২৫শে জানুয়ারী ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়।

শাখার নেটওয়ার্ক: আধুনিক ব্যাংকিং সেবা প্রদানের জন্য আমাদের দেশব্যাপী ৩৭১টি শাখা বিদ্যমান। সম্মানিত গ্রাহকদের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এবছর আরো ১৫টি শাখা খোলা হবে। তন্মধ্যে ঢাকা শহরে ২টি অন্যান্য শহরে ৩টি এবং প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলে ১০টি শাখা খোলা হবে। সকল শাখাই কম্পিউটারাইজড। ইতিমধ্যে ১০টি শাখায় অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। অচিরেই অন্যান্য শাখাগুলোতে পর্যায়ক্রমে অনলাইন চালু করা হবে।

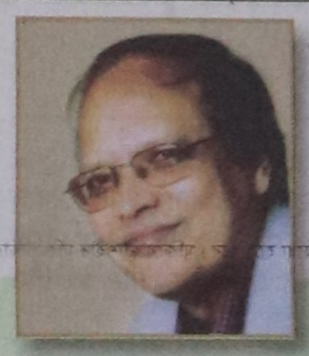

বাংলাদেশ ব্যাংক
ড. আতিউর রহমান
গভর্নর
১১ মে ২০০৯

বাণী

বিশ্ব মন্দার এ সময়ে পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। ১৯৫৯ সনে স্থাপিত ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলায় নামকরণের মাধ্যমে পূবালী ব্যাংক হিসেবে পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইতোমধ্যেই পূবালী ব্যাংক দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আধুনিকায়ন ও কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে ব্যাংকে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আমানত সংগ্রহ, বৈদেশিক বাণিজ্য ও রেমিট্যান্সের প্রবাহ বৃদ্ধিতে গতিশীলতা আনয়নের সাথে সাথে বিনিয়োগের বহুমুখী প্রসার ও প্রচারের মাধ্যমে ব্যাংকটি দেশের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। কৃষি ও সেবাখাতে ঋণ সুবিধা প্রদান, দেশীয় উৎপাদন ও শিল্প ঋণের বিকাশ, পল্লী ঋণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রেও এ ব্যাংক অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। ব্যাংকের এ অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে এবং বিশ্ব আর্থিক মন্দা পরিস্থিতিতে সংকট উত্তরণে ব্যাংকটি সবসময় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড এর সার্বিক সাফল্য কামনার পাশাপাশি সুবর্ণ জয়ন্তীর শুভক্ষণে ব্যাংকের কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আমানতকারী-গ্রাহকদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

(ড. আতিউর রহমান)

চেয়ারম্যান
পরিচালনা পর্ষদ
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড

শুভেচ্ছা বার্তা

বাঙালীদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৫৯ সালে বাঙালী উদ্যোক্তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় "দি ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড" নামে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম তফসিলী বানিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। সময়ের আবর্তনে সেই ব্যাংক বর্তমানে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করতে যাচ্ছে। সুবর্ণ জয়ন্তীর এ মাহেন্দ্রক্ষণে পূবালী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দীর্ঘ ৫০ বছরের পথচলায় বর্তমানে শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের এ শুভলগ্নে সকল সম্মানিত আমানতকারী, শেয়ারহোল্ডার এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আগামীতে সবার চেষ্টায় এ ব্যাংক দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখবে।

বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দার ঝড়ো হাওয়া বইছে। এ মন্দার ঝাপটা কিছুটা হলেও আমাদের অর্থনীতিতে পড়তে পারে। পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়েছে। আমরাও এ ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি রাখছি। মন্দার মধ্যেও আমরা যাতে সঠিক পথে এগিয়ে যেতে পারি সে জন্য ব্যাংকের গ্রাহক, শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি মনোযোগী হয়ে এই ব্যাংকের সেবার মান আরো বাড়বে বলে আমি আশাবাদী। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের নিজ মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সক্ষম।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

হাফিজ আহমদ মজুমদার এমপি

বর্তমান পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ

হাফিজ আহমদ মজুমদার
চেয়ারম্যান

গিয়াসউদ্দিন আহামদ

শেখ ওয়াহিদুর রহমান

মনির উদ্দিন আহমদ

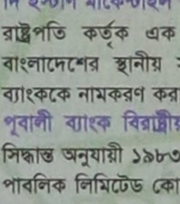

মজুরুর রহমান

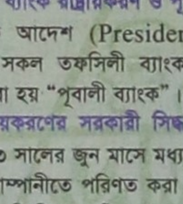

সৈয়দ মোয়াজ্জেম হুসাইন

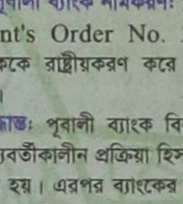

আহমদ শফি চৌধুরী

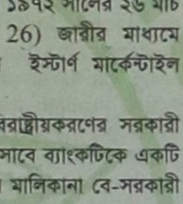

মোহাম্মদ ইয়াকুব

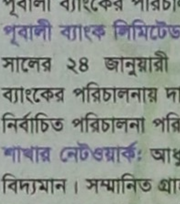

ফাহিম আহমদ ফারুক চৌধুরী

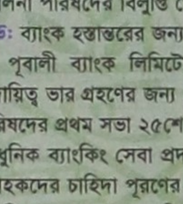

হাবিবুর রহমান

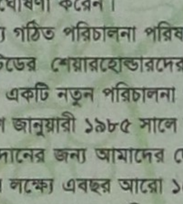

এম. ফয়জুর রহমান

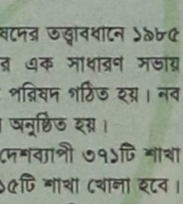

রুমানা শরীফ

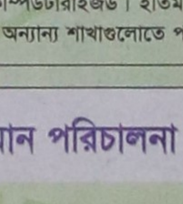

মোস্তফা শাহরিয়ার আহমদ

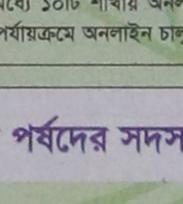

হেলাল আহমদ চৌধুরী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড

শুভেচ্ছা বার্তা

সম্পূর্ণ বাঙালী মালিকানায় ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এদেশের প্রথম ব্যাংক তৎকালীন "দি ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড" বর্তমান পূবালী ব্যাংক লিমিটেড দেশের প্রতিনিধিত্বশীল ব্যাংক গুলোর একটি। সময়ের গতিধারায় অনেক চড়াই উৎরাই শেষে আজ ব্যাংকটি সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করতে যাচ্ছে। দেশের ব্যাংকিং অর্থনীতিতে এটা নিঃসন্দেহে গৌরবজনক অধ্যায়।

তৎকালীন বিরূপ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ছোট্ট পরিসরে যে ব্যাংকটির যাত্রা শুরু হয়েছিলো, দীর্ঘ ৫০ বছরের পথ পরিক্রমায় ৩৭১টি শাখা ও পাঁচ সহস্রাধিক জনবল নিয়ে আজ তা ব্যক্তি খাতের সর্বাধিক সম্প্রসারিত ব্যাংক।

পূবালী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ৫০বছর পূর্তির এই বিশেষ আনন্দঘন মুহূর্তে ব্যাংকের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও পরিচালকবৃন্দ, প্রাক্তন সম্মানিত চেয়ারম্যান ও পরিচালকবৃন্দ, সকল শেয়ারহোল্ডার, আমানতকারী, উদ্যোক্তা, আমার পূর্বসূরিবৃন্দ, প্রাক্তন ও বর্তমান সহকর্মীবৃন্দ, ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহ যথা বাংলাদেশ ব্যাংক, এসইসি, ডিএসই, সিএসই ও সরকারী সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য ব্যক্তি তথা দেশবাসী যাঁরা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে আমাদেরকে সমর্থন ও সহযোগিতা যুগিয়েছেন, তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই পথচলায় বিগত দিনগুলোর মতো আগামীতেও সবাই পাশে থেকে পূবালী ব্যাংককে সমৃদ্ধ করবেন- এই আমাদের প্রত্যাশা।

পূবালী ব্যাংক বর্তমানে এক শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে আপনাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতায়। গত ৩-৪ বছরে ব্যাংকের সকল ক্ষেত্রেই প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ২০% এ উন্নীত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশাবাদী।

পরিশেষে আমাদের সফলতা ও উন্নতির জন্য মহান আল্লাহ-তায়ালার অব্যাহত সাহায্য কামনা করছি।

হেলাল আহমদ চৌধুরী